রসকদম্ব

শ্রী বেতালভট্ট রচিত

কালিদাস রায় সম্পাদিত

মূল্য ॥৵০ বাঁধা ৸৵

প্রকাশক

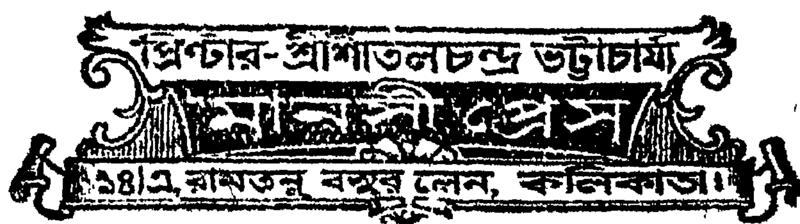
শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা

দোলপৌর্ণমাসী। ১৩৩০



ভূমিকা

রসকদম্বের ভব্যতর অর্থ যাহাই হউক আমাদের দেশের রসনা-বন্ধু 'রসকদম্ব' নামক সন্দেশের নামেই বইখানির নামকরণ করা হইল।

গ্রন্থের কতকগুলি সঙ্গীত 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ১০।১২ খানি সঙ্গীত সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সুকণ্ঠে গীত হইয়া গ্রামোফোনের রেকর্ডে স্থান পাইয়াছে।

পূজ্যপাদ ৺রজনীকান্ত সেন মহোদয়ের সর্ব্বজনসমাদৃত "কেন বঞ্চিত হব চরণে" গীতটির একটি প্যারডি কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহোদয় তাঁহার "কান্তকবি রজনীকান্ত" গ্রন্থে সেই প্যারডিটিকে অবলম্বন করিয়া আমাকে এবং সেই প্রসঙ্গে সকল প্যারডিকারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের বিশ্বাস কোন কবির কোন গানের প্যারডি লিখিলে সেই কবি বা সেই গানের অবমাননা করা হয়।

প্যারডি-রচনা-পদ্ধতি আমাদের দেশে ছিল না—উহা বিলাত হইতে আমদানী, বিলাতের লোকেরা যে ভাবে প্যারডির বিচার করেন—সেই ভাবেই বাংলার প্যারডিরও বিচার করা উচিত। সাধারণতঃ দেশবিখ্যাত কবির সর্ব্বজনপরিচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বা কবিতারই প্যারডি রচিত হইয়া থাকে। যে সঙ্গীতের প্যারডি করা হয়, সে সঙ্গীতটি সম্পূর্ণ স্মরণে না থাকিলে প্যারডি উপভোগ করা যায় না, সেজন্য যে সঙ্গীতটি সকলেই জানেন তাহারি প্যারডি হইয়া থাকে এবং সর্ব্বজনসমাদৃত

সঙ্গীত, ভগবৎ-প্রেম, দেশ-প্রেম বা নর-নারীর পবিত্র প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ রচিত। ভাষার ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ছন্দ ও সুর অক্ষুণ্ণ রাখিয়া Sublime শব্দ সমুচ্চয়কে কেমন করিয়া ridiculous করিয়া তুলা যায়—শান্তপ্রসন্নরসোপেত রচনাকে কিরূপে কৌতুক রচনায় পরিবর্ত্তিত করা যায়—সেই কলা-কৌশল দেখাইবার জন্য প্যারডি। কাজেই প্যারডি রচনার দ্বারা আদৌ সূচিত হয় না যে প্যারডিকারের মূল সঙ্গীতের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা নাই—অথবা সঙ্গীতের পবিত্র বিষয়বস্তুকে অবমাননা করাই তাহার উদ্দেশ্য। বরং পক্ষান্তরে মহাকবির প্রতি প্যারডিকারের গভীর শ্রদ্ধাই সূচিত হয়। সেই জন্যই সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কবি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয় পর্য্যন্ত অনেকেই নিঃসঙ্কোচে যুগ-পাবন শ্লোক বা সঙ্গীতের প্যারডি লিখিয়াছেন। বিষবৃক্ষে চণ্ডীর শ্লোকের প্যারডি পড়িয়া কে বলিবে, ৺চণ্ডীর প্রতি বঙ্কিম বাবুর ভক্তি ছিল না? আজ যদি ভক্তি-ভাজন রসসাগর ৺কান্ত কবি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে তিনি তাঁহার গানের প্যারডি পড়িয়া সুখীই হইতেন—বিরক্ত হইতেন না। মোট কথা প্যারডি একশ্রেণীর কারু-কলা, উহাকে শিল্প হিসাবেই বিচার করিতে হইবে—উহার ঈষদম্ল রস উপভোগ করিতে হইলে অন্য কোন রসের পাত্রে ঢালিয়া সেবন করিলে চলিবে না। পণ্ডিত মহাশয় প্যারডি রচনাকেই দূষণীয় বলিয়াছেন—আমার রচিত প্যারডির শিল্পাংশের ত্রুটী দেখাইয়া বেত্র-সঞ্চালন বা নেত্র-ঘূর্ণন করিলে আমার বলিবার কিছু ছিল না।

কড়ুই পোঃ, বর্দ্ধমান। গ্রন্থকার।

উৎসর্গ ।

আমার পারিবারিক জীবনের পরমব

মনস্বী অগ্রজোপ

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ পা

মহোদয়ের

করকমলে

রসকদম্ব

মাসের পয়লা

কাল্‌কে সবে মাস পোয়ালো আজ্‌কে মাসের পয়লা
এরি মধ্যে টাকার তাগিদ করে ভোমা গয়লা।
চাকর এসে বলে "বাবু,
লাগ্‌বে খুকীর মিছরী সাবু,
এক চোঁচা নেই হলুদগুড়ো এককুচি নেই কয়লা।"

পারেননিক আন্‌তে আজো দুইটি আনাও পয়সা,
ভ্রাতা বলেন খেতে বসে "উহুঁ,—এ ঘি ভয়সা।"
মোটে দিন দু'-তিনেক গেল,
কাপড় সেমিজ ধুয়ে এল,
ভগ্নী বলেন 'যায় না পরা এযে বেজায় ময়লা।'

ছেলে গুলোয় হাজার বকো, মুড়কি মুড়ি খায় না,
দুপুর রাতে, আরে মশায়, খাজার ধরে বায়না,
কার কথা আর বলব বলো?
সবাই আমার শত্রু হলো,
দিনে দিনে বাড়ছে শুধু ঋণ-নদীর ফয়লা।

এর উপরে, বলেন কেন ? গৃহিণী চান গয়না,
গোরু বাছুর পায়না ছানি, খাঁচায় পোষেন ময়না,
বলেন 'পায়ে লাগছে কাদা,
হয়না উঠান শানে বাঁধা ?'
এদিকে নেই পায়খানার ছাদ, ঢেঁকি-ঘরের ছায়না!

অন্যমনস্ক

শ্রীমান মনোমোহন বাবু
থাকেন সদাই অন্য মনে।
খেতে চলেন পায়খানাতে
শুতে চলেন ধুতরো বনে।
মশারীটায় চাদর বলে'
কাঁধে ফেলে, গেলেন চলে'
একদা এক চাঁড়াল বাড়ী
মেয়ের পাত্র অন্বেষণে।

উল্টে পরেন জামা জুতো
হাতেও ভুলে পরেন মোজা,
সারা বাড়ী কলম খোঁজেন
কলম কিন্তু কানেই গোঁজা।

মুখে চুরুট নিতে ভুলে'
আগুন ধরান গোঁপের চুলে,
টিঞ্চারাইডিন মেখে চলেন
স্নান করিতে ইস্টেসনে।

গোঁপ কামাতে কামান ভুরু
কাটেন টেরী জুতার ব্রুশে,
কলাগুলোয় ছুড়ে ফেলেন
খোসা গেলেন চুষে চুষে।
মাছের মুড়ো মনে করে'
মুখে তুলেন বিড়েল ধরে';
ছড়ি ভেবে শাবল হাতে
দুপুর রাতেই যান ভ্রমণে।

দুপুর বেলা ঘুমিয়ে উঠে
ভাবেন বুঝি হলো ভোর,
নোটগুলো ডাকবাক্সে ফেলে
খাম্‌টা করেন ইন্‌সিওর।
একদা তাঁর লাঠিটিরে
খাটে রেখে শুইয়ে ধীরে,

আপনাকেই লাঠি ভেবে
দাঁড়িয়ে ছিলেন একটি কোণে।

তবলা ভেবে যেদিন তিনি
স্ত্রীয়ের মাথায় মেলেন চাঁটী,
সেদিন নিজের অবস্থাটা
হঠাৎ বুঝে নিলেন খাঁটী।
জানিনে ঠিক, সেদিন ভ্রমে
আপনাকে কোন' ক্রমে
সেতার ভেবেছিলেন কিনা
কর্ণ দুটীর বিমর্দ্দনে।

বিয়ের পদ্য

বিয়ের পদ্য আমায় তবু লিখতে হবে ভাই;
কারণ—বর না হলে চলে, কিন্তু বিয়ের পদ্য চাই।
বিয়ে-বাড়ীর গোণ্ড গোলে
পদ্য কে আর কানে তোলে?
প্রায়ই লোকের মনটা করে কেবলি খাই-খাই।

যাদের নিয়ে পত্ত লেখা, বরক'নে দুইজনে,
আপন ভাবেই বিভোর থাকে, কিছু কিআর শোনে ?
ক'নের বাড়ীর কর্ত্তা সকল,
মাথায় ঘায়ে কুকুর-পাগল
ছন্দ ছড়া নিয়ে তারা করবে কি আর ছাই।

বরযাত্রিগণের মতি শুধুই ভোজন পানে,
দ'য়ের হাঁড়ীর দিকেই তারা দৃষ্টি লোলুপ হানে ।
কেউ-কেউবা ঝগড়া বাধায়
রাস্তা খরচ করতে আদায় ।
বিয়ের পত্ত কে পড়ে তার ঠিক ঠিকানা নাই ।

সবাই তবু দিতে গেলে এক এক খানা লয়,
কুশাসনের অভাব হলে বসাও তাতে হয় ।
কেউ বা তাতে জুতা পোঁছে,
রুমাল কোরে মুখও মোছে,
আমি ত ভাই ব্যাভার করি যখনি কামাই ।

বসন্তের চিঠি

বন্ধু, বাংলা দেশের বসন্তে আজ
কোনোরূপে বেঁচে আছি,
হেথা, কোকিল এবং ভোমরা চেয়ে
অনেক বেশী মশা মাছি।
দখিন বায়ে ঘর্ম্ম ছোটে,
নাক জ্বলে' যায় ধূলোর চোটে,
প্রাণটা হলো কণ্ঠাগত
কেবল কাশি, কেবল হাঁচি।

বসন্ত যে এলেন তাহার
চিহ্ণ নাই বাগান বনে,
গেহে গেহে দেহে দেহে
এলেন বিষের বিস্ফোটনে।
হেমন্ত তার সঙ্গে এসে,
রাজ্য জমায় হৃদয় দেশে,
আতঙ্কেতেই চলে গেছি
প্রাণান্তেরি কাছা কাছি।

দীঘি পুকুর শুকিয়ে এলো
পদ্মকুমুদ কে আজ ফুটায় ?
জলাভাবে ওলাউঠা
দলে দলে দোলায় উঠায়।
কাব্যকলা ঝল্‌সে যে যায়,
কল্প-বনের রুচি মোচায়
ভাবছি কোথা গিয়ে বাঁচি
সার্কাচ পুরী কিংবা রাঁচী।



শুদ্ধ করে' কথা বলার আমার সদাই চেষ্টা,
আমি বলি কেষ্টপ্রসাদ লোকে বলে কেষ্টা।
মাছেরে তাই কহি মচ্ছ,
কাছারে তাই বলি কচ্ছ
কোটেরে তাই কোষ্ঠ কহি পিপাসারে তেষ্টা।

আমেরে কই আম্র, যেমন জামেরে কই জাম্র,
তামায় যেমন তাম্র কহি মামায় কহি মাম্র।

পাঠশালাকে পট্টশ্যালক,
আটচালাকে অষ্টচালক,
কম্বলে কই অল্প-শক্তি ভেবে ভেবে শেষটা।

চিত্র কলায় চিত্তরম্ভা, কাঁচিরে কই কাঞ্চী,
কাসিরে কই বারাণসী, হাঁচীরে কই হাঞ্চী।
আলুরে কই অলাবু তাই
শ্বশুরে কই শ্বশ্রূ-মশাই,
অবাক হয়ে চেয়ে রহে মু-মুক্ষু এই দেশটা।

অযাচিত উপদেশ

গিন্নীর কাছে হঠাৎ আজকে শুন্‌লাম, হৃষীকেশ,
(ভুতনাথো যেন বলছিল) তুমি পদ্য লিখছ বেশ।
চাও যদি তবে বাগাতে চাকরী
গোটা পাঁচ সাত নকল না-করি,
মোদের আফিসে বড়বাবুটির বরাবর কর পেশ।

ভাল কথা, শোনো, পদ্য লিখছ অমৃতাক্ষরে লেখ,
অমৃতছন্দে লিখে মাইকেল কত বড় হলো দেখ।

শক্ত শক্ত শব্দ লাগিয়ে
লেখ দেখি ভাই পদ্য বাগিয়ে,
নোবল প্রাইজ পেতে পারো যাতে দেব তার উপদেশ।

গল্প লেখ'ত ডিটেক্‌টিভিই সব হতে ভাল' জেন,
সাতকড়িবাবু দেখতে দেখতে বড়লোক হ'ল কেন?
গুপ্তহত্যা, গুম, রাহাজানী,
জেল, দাগাবাজী, জাল, বেইমানী,
ইত্যাদি কর লোমহর্ষণ ঘটনার সমাবেশ।

নাটক লেখত লিখ' ভাই যেন খাস-দখলের মত,
নইলে লিখিবে যাহাতে থাকিবে নাচ-গান-হাসি যত।
কোরো না গিরীশ ঘোষের মতন,
কেবল কাঁদুনী-কথার বাঁধন,
ট্র্যাজেডি করোনা,মিলন করিয়ে বিয়ে দিয়ে করো শেষ।

রাজনীতি নিয়ে লিখনা কিছুই, হয়ে যেতে পারে জেল,
ব্রাহ্মদিগকে গালাগালি দিয়ে লেখ না আর্টিকেল?
উৎসাহ চাও? তা—আর দেব না?
ছাপার জন্য কিচ্ছু ভেব না।
আর্য্য-ভারতী-আফিসে রয়েছে আমাদের অমরেশ।

কুশল প্রশ্ন

জিজ্ঞাসিছ, কেমন আছ,
শোনো তবে গদাই বাবু,
কুশল কোথায় ? ঋণের মূষল
করছে যারে সদাই কাবু।
চাইলে টাকা হইগো বোবা,
বন্ধ এখন নাপিত ধোবা,
নানান রোগের ভান করে ভাই
রাত্রিকালে খাচ্ছি সাবু॥

পুঁজি পাঁতি যা ছিল তা'
নিয়ে বিদেয় হলেন 'দাবি',
ভাবি এখন কেমন করে'
যোগাই আবার 'টেবীর' দাবি।
সাক্ষী আছেন গিরীশ কাকা
দিচ্ছি মাসে তিরিশ টাকা,
ভরসা এখন, হাকিম হবেন,
ডিগ্রী পেয়ে শ্রীমান 'হাবু'॥

স্বীকার করি, জীব দিল যে
আহারো সেই দিবেই দিবে।
ওষুধের বিল, ছেলের পড়া
মেয়ের বিয়ের ভার কে নিবে?
ট্যাক্স চাঁদা বাড়ী ভাড়ার
তাড়ার চোটে ভাবছি এবার
বন বাদাড়ে যাই পালায়ে
পাই যদি ভাই একটী তাঁবু॥

নব্যবাবু

ধন্য তোমার সাধনা, ভাই,
সখা আমার,—বলিহারি!
অনেকটা ত আগিয়ে গেছ
সখীই হবে তাড়াতাড়ি।
লম্বা তোমার চিকন চুলে
সীঁথিতে, ভাই, পরাণ ভুলে,
একটু সিঁদূর পরে' নিও,
চাও ত না হয় দিতে পারি।

কামানো ঐ ঠোঁটের পরে
একটি ছোট নোলক ধরো,
লম্বাঝুলের পাঞ্জাবীটা
কাপড়খানার তলায় পরো।
কব্জিঘড়ির সোণার শাঁখা
বাঁ হাতে ওই 'কাফে' ঢাকা
ডান-হাত কেন থাক্‌বে ফাঁকা ?
চল হ্যামিল্টনের বাড়ী।

কোঁচা খুলে শাড়ী (?) খানা,
নাও দেখি ভাই জড়িয়ে গায়ে,
আল্‌তা যদি না পরো ত
'পম্পশু'-জোড়াই থাক্‌না পায়ে।
বদ্‌লিয়েছ চাউনি চোখে,
ভুল করে চায় পাড়ার লোকে।
কথার ঢঙে, ঠোঁটের রঙে
আমিই তোমায় চিন্‌তে নারি।

বঞ্চিত

কেন—বঞ্চিত হ'ব ভোজনে ?
মোরা—কত আশা করে' নিজবাসা ছেড়ে
খেতে—এসেছি এখানে ক'জনে।
ওগো—তাই যদি নাহি হবে গো,
এত কি গরজ তোমার বাড়ীতে
ছুটিয়া এসেছি কবে গো ?
হয়ে—ক্ষুধার জ্বালায় অন্ধ
এসে—দেখিব কি খাওয়া বন্ধ ?
তবে—তাড়াতাড়ি 'পাত কর' বলে' ডাক'
তব আত্মীয় স্বজনে।

মোরা—শুনেছি তোমার বাড়ী,
চাহে যদি কেউ একহাতা কিছু
এনে দেয় হাঁড়া হাঁড়ী।
তুমি—পাবনা হইতে দধি ভারে ভার
মালদহ হতে এনেছ আচার,
একি—সবি মিছে কথা ? দিও নাক ব্যথা
মোরা,—খাবনাত বেশী ওজনে।

"ঘৃতং পিবেৎ"

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ",
ঋণ করেও ঘি খাওয়া চাই,
চার্ব্বাকের ঐ চর্ব্বিতন্ত্র
লিখে গেছে ঠিক কথাটাই।
এ ঋণ কিছু শুধ্‌তে না হয়,
ঘৃতে যে হয় বল উপচয়,
(তাই) ঘৃতভুকে চাইতে টাকা
পাওনাদারের সাধ্য কি ভাই?

ঋণ কেন কই?—ঘৃতননী,
চুরি করাও চল্‌তে পারে,
সাক্ষ্য ইহার মান্‌তে পারি
বৃন্দাবনের পুরাণকারে।
না হরিলে মাখন সরে
হ'তেন জোয়ান কেমন করে'
(আর) কংসসনে যুঝতেন এত
কেমন করে' বলাই কানাই?

পিপে পিপে ঘিয়ে শুধু
জ্বলন্ত দেশে যজ্ঞ-অনল
না পুড়িয়ে খেলে পরে
গায়ে কিছু বাড়ত ত বল।
হীন হতোনা দেশের দশা,
হতো-নাক মারতে মশা,
(লাট-) কৌন্সিলে আজ গোবধ নিয়ে
হতোনাক করতে লড়াই।

হাসিয়ে দিলে

বাপ্‌রে ওরে, বাপ্‌রে ওরে,
কি হাসিটাই হাসিয়ে দিলে,
গেলাম, গেলাম, তলিয়ে গেলাম
হাসির বানে ভাসিয়ে দিলে।
পেট বুক সব কাঁপিয়ে দিলে,
লিভার পিলে কাঁপিয়ে দিলে,
মলাম, মলাম, হাঁপিয়ে দিলে
মাজার কাপড় ফাঁসিয়ে দিলে।

চায়ের পেয়লা ভাঙ্‌লো, হোঃ—হোঃ
চেয়ার হতে' পড়ব নাকি ?
হি, হি, হা, হা, হাস্‌তে হাস্‌তে
দম আট্‌কে মরব নাকি ?
উল্টে গিয়ে দোয়াত, হা, হা,
কাপড় জামা ভিজ্‌ল আহা,
আস্‌ছে কান্না, আর্‌না আর্‌না
হাঁচিয়ে দিলে, কাসিয়ে দিলে।

মুখের চুরুট কোথায় গেল ?
ধর্‌ল আগুন জামায় বুঝি,
চশমা কোথা ? হাঁসপাতালে
নিতে হলো আমায় বুঝি।
ধর আমায়, হাস্‌ছ যে ভাই,
জল পাখা কই ? মূর্চ্ছা বা যাই,
ভ্যাস্তা করে', খাস্তা করে'
নাড়ীভুঁড়ি ভাসিয়ে দিলে।

নেশাখোরের অভিধান।

গাঁজা খেলে 'গেঁজেল' যদি মদ খেলে হয় 'মাতাল,'
নস্যি নিলে নেসেল' তবে—চা-খোরেরা 'চাতাল।
ফুরুক্ ফুরুক গুড়ুক তবে
টান্‌লে পরে 'গুর্‌খা হবে,
চুরুট খেলে চোর্‌ঠা' বুঝি গুলি খেলে 'গুলাল'।

সুরতি খেলে সূর্ত্তিবাজত স্ফূর্ত্তিবাজের মতই
চরস রসের হরস পেলে চৌরস হয় স্বতই।
রাখলে দাড়ী যদি 'দেড়েল্'
তাড়ী খেলে তবে 'তেড়েল'
চণ্ডু খেলে 'চণ্ডাল' হবে, অর্থাৎ হবে চাঁড়াল।

সিদ্ধি খেলে সিদ্ধপুরুষ 'সিধেল' বলে কেউ কেউ,
বিড়ি খোররা 'বিড়েল' হয়ে করবে তবে মেউ মেউ।
কোকেনখোরে কি বলে ভাই
অভিধানে খুঁজেই না পাই,
আফিমখোরের পাইনাক নাম ভেবে আকাশ পাতাল।

লজ্জাহরণ।

নিকষ কুলীন সন্তান তুমি দরিদ্র সজ্জন,
মুদীর দোকান খুলেছ বলিয়া লজ্জিত কি-কারণ?
চারিদিকে দেখ তোমারি সঙ্গে
সব কর্ত্তারা নেমেছে বঙ্গে;
তোমারে ঘেরিয়া করিছে বিরাজ গৌরব পুরাতন।

হাতাবেড়ী হাতে, হের, ঘরে ঘরে ছ্যাক্‌ছ্যাক্ তুলি রোল.
'ঠাকুর' বিরাজে পাচকের সাজে রাঁধে মাংসের ঝোল।
গ্রামে গ্রামে ওই মুর্খ চোয়ার
ছাত্র দলন, গুণ্ডা, গোঁয়ার,
গুরু মশা'য়ের রূপে নেমেছেন 'গুরু-আচার্য্যগণ।'

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করি গণিকারা আজ 'দেবী'
সন্ন্যাসী নামে বিকায় লুব্ধ যত গঞ্জিকাসেবী।
দাড়ী পাকিলেই লভিছে উপাধি
যোগী, আচার্য্য, মুনি, ঋষি, আদি,
চপ্‌ কাটলেট চায়ের দোকান 'আশ্রম-তপোবন।

বৈরাগী তিনি সেবাদাসী যাঁর ক্ষেমী রামী আর বামী,
ফেরার, হলেন গেরুয়া ধরিয়া অমুকানন্দ স্বামী।

মূর্খ গ্রাম্য হাতুড়েরা আজ
'কবিরাজ' নামে করিছে বিরাজ.
মঠ-মোহান্ত মটরে চড়িয়া মজা করে লুণ্ঠন।

বদ্যার জাহাজ

ইংরাজী আমি জানিনা বলে' কি, জানিনা কিছুই আর?
রয়েছে বাংলা সমোস্কৃতে যে ঢের মোর অধিকার।
তোমাদের এই কালিদাস কবি
পড়িয়া ফেলেছি তার পুঁথি সবি
বেণী-সম্ভব,——রঘুসংহার,——মেঘদূত-বধ তার।

মাঘরাক্ষস নাটক লিখেছে ভবরুচি কবি আহা,
ভাষ্যসমেত পড়িয়া ফেলেছি কতবার আমি তাহা।
সাংখ্যের স্মৃতি পাণিনির গীতা
মনুসংহিতা,—হনুসংহিতা
দশম অঙ্ক মদ্ভাগবত নিঙাড়ি নিয়েছি সার।

পণের কাণ্ড মহাভারত যে লিখে গেছে বাল্মীকি
বিংশ পর্ব্ব ব্যাস রামায়ণ তাও আর পড়ি নি কি?

লোচনদাসের কবিকঙ্কন,
রামপ্রসাদের মানভঞ্জন,
চণ্ডীদাসের চণ্ডীর গান পড়িয়াছি কতবার।

বিদ্যাপতির বিদ্যারূপ বর্ণন বলিহারি,
গোবিন্দদাস গীতগোবিন্দে চটক দিয়েছে ভারি,
নীল দর্পণ লিখে মাইকেল
ছয়টি বছর খেটে গেল জেল।
আছে মুখস্থ নিধুর মধুর অঙ্গদ-রায়বার।

পড়েছি পড়েছি হেমচন্দ্রের পলাশী যুদ্ধগান
গিরীশ ঘোষের বিষবৃক্ষ ও অমৃতের বলিদান।
বঙ্কিমকৃত 'মেবার পতন'
'গোলে-বকাওলী' 'মনের মতন'
নবীন সিংএর 'চন্দ্রকেশর' 'মৃণালিনী' 'সংসার'।

দ্বিজুর পাঁচালি দাশুরই মতন, খুড়োর ভাইপো বটে,
হরু ঠাকুরের বিদ্যে কি আছে রবি-ঠাকুরের ঘটে ?
তবু এক তার 'বিবিচোর' ছাড়া
আর সব বই করিয়াছি সারা,
'মেয়েবোম্বেটে' 'বেঙ্গায় রগড়' 'মায়াবিনী' 'একাকার'।

অপূর্ব্ব অধ্যাপনা

(১)

এর মানেটা বুঝলে নাক
বুঝলে না হে অর্থ এর ?
যা' তা' নহে এ বাছাধন !
বিদ্যে এতে লাগ্‌বে ঢের।
কতই বা আর বয়স হলো
কেমন করে' বুঝ্‌বে বলো ?
ঐ কথাটা বুঝতে গিয়ে
চুল পাকিল আমাদের।

আমাদেরই মধ্যে আবার
এ কথাটা ক'জন বুঝে ?
পাবেনাক একটী লোকও
দেশটা গোটাই এস খুঁজে।
গূঢ় অর্থ অনেক আছে,
ধৈর্য্য ধরো, বসো কাছে,
কি যে তথ্য, বুঝিয়ে দিলে
তবে তখন পাবে টের।

চালাকি নয়, ফক্কিকা নয়,
ভেতরে এর ঢুকতে হবে,
আজো এটা বুঝ্‌লেনাক
তবে আবার বুঝ্‌বে কবে ?
ব্যাপারটাই আর এমন কিযে
বুঝ্‌তে, একটু, ভাব্‌লে নিজে
এ কথাটা হচ্ছে কি না
সেই কথাটার নিছক জের।

(২)

অর্থ কি আর করব ইহার ? এযে রতন সুদুর্ল্লভ,
এ যে রসের পায়েস পিঠে, রসিকমনের মহোৎসব।
আঃ মরে' যাই আঃ মরে' যাই,
লিখে গেছে কি লেখাটাই,
বোঝাতে যে করব সবাই,—করতে হবে অনুভব।

বোঝাব কি ? নাচব আমি,—নাচ', নাচ', বুঝ' নিজে,
দেখ'না মোর ঢুলছে মাজা, দেখ'না এই দু'চোখ ভিজে।
এই দেখনা আমার গা-টা
মুহুর্ম্মুহুঃ দিচ্ছে কাঁটা
একটু খানি মজব' রসে, থামাও দেখি কল

দামটা ইহার হাজার টাকা, হাজার কেন ? লক্ষ টাকা,
বালাই নিয়ে কোথায় পালাই, যাবো লাহোর মক্কা ঢাকা ?
কি চমৎকার মরি, মরি,
একি লীলা তোমার, হরি !
ডোবো ডোবো রসের ডোবায়— বোঝান যে অসম্ভব।

মেসের পত্র

বেশী দেরী নাই সন্ন্যাসী হয়ে ভাই
পড়ি বুঝি কবে ভেসে,
ব্রহ্মচর্য্য চলিতেছে একাগ্রাই
কেন না রয়েছি মেসে।
ধোপার অভাবে কাপড় হয়েছে গেরুয়া,
শয্যা কেবল সার হইয়াছে খেরুয়া,
চোরে নিয়ে গেছে সবই কেবল, ফেরুয়া
সম্বল আছে শেষে।
বেড়ে গেছে দাড়ী সময় পাইনি বলে'
হয়নি নাপিত ডাকা,
তেলের বোতল পাইনা খুজিয়া ভাই
হয়নাক তেল মাখা।

খড়ি উঠে গায় তৈলবিন্দু বিহনে,
কটা হ'ল চুল দেরী নাই জটা বয়নে,
কুলায় বাঁধিবে অচিরে কেশের গহনে
দেশের পাখীরা এসে।

ম্যানেজার করে সন্ন্যাসে সুবিধাই,
কুশাসন দেয় পেতে,
মৎস্য মাংস বন্ধ করিয়া তাই
কাঁচকলা দেয় খেতে।
পরণের ধুতি এখনো এতেও ছাড়িনি,
গাঁজার কল্‌কে এখনো ধরিতে পারিনি
এ দু'টা হলেই বলে 'তারা দীন-তারিণী'
ছুটিব সাধুর বেশে।

ভোজরাজ

ফিরে এস ভোজরাজ পেট ভরে ভোজ খাই
প্রজা যদি হতে হয় তোমারই হইতে চাই।
দিয়ে,—চারি পাশে দধিধারা
ঘৃত ক্ষীর নদী ধারা
রচ ধারা-নগরীটি রাজধানী হোক্‌ তাই।

সরোবর রচ' তুমি দিয়ে পানা সরবৎ,
ছানাবড়া দিয়ে রচ' নানা নব পর্ব্বত,
মিহিদানা রাজভোগে রচ' তব রাজপথ,
রচ তরমুজ রসে হ্রদ,
রাবড়ীর রচ' নদ,
লুচি দিয়ে সাঁকো বাঁধো তারপরে আসি যাই।

পায়সের চূণ,—গজা—বরফীর ইষ্টক,
মুড়কীর সূরকী বা গুড়ো করা পিষ্টক,
মিলাইয়া ইমারত রচ আহা ঝক্‌মক্
তাহে—ছ্যাঁক ছ্যাঁক নহবৎ
পেটুকের সহরৎ,
দিনরাত হুপসাপ গুপ্‌গাপ্ গান গাই।

সরোবরে রেখ রুই ডিমভরা কইমাছ,
ইলসে ভেটকী রেখো হবে ভাল 'দই মাছ',
পাতাচাই, রেখ তাই, চারিপাড়ে শালগাছ,
রেখ—বাগিচায় লিচু আম,
কলা পেঁপে কিছু জাম,
লতা শুধু পানলতা, আ-গাছায় কাজ নাই।

চাহিনা অশোক, আলা, আকবর, সাজাহান,
নহেত তোমার মত তাহাদের ভাজাপ্রাণ,,
সে রাজায় কাজ নাই যে না করে খাজাদান
ফিরে-এস তুমি ভোজরাজ
কর রোজ ভোজকাজ
দুর্দ্দিনে পেটভরে ভোজ খেয়ে প্রাণ পাই।

জুতার গান

চকচকে যার পায়ে জুতা
সভ্যলোক ত বলব তাকে,
চিনব কেমন দরের মানুষ
পায়ের জুতোর গড়ন-জাঁকে।
জুতারাণীর পরশ মিঠে
মোদের গায়ে গালে পিঠে,
জুতোর তলায় পড়্তে লুটে,
দেখছ নাক এ জাতটাকে?

কালোয় মোরা ঘেন্না করি,
(যদিও গা'র চামড়া কালো)

কেবল কালো চামের জুতো
মোদের আহা মন ভুলালো।
চুল দিয়ে তাই জুতো ঝাড়ি,
তীর্থ মোদের মুচির বাড়ী,
পুজোর ঘটে টকরিয়া
চলি ক্যাঁচর মচর ডাকে।

জুতোই মোদের মাথার বালিশ,
জুতোয় বীরাসনটি গাড়ি'
ভদ্রলোকের চুরির জিনিষ
জুতোই নেমতন্নবাড়ী,
তারেই ছাঁদার তুল্য ভেবে
খেতেও বসি বগল দেবে।
চামড়াবাঁধা পুঁথির পাশে
আলমারীতে জুতোও থাকে।

চণ্ডীপাঠে পেট ভরেনা
জুতো সেলাই মিলায় তোড়া,
চণ্ডী ছেড়ে চাঁদনীতে তাই
জুতোর দোকান খুলছি মোরা।

দিচ্ছি জুতো গোবধ করি।
জুতোই ভবনদীর তরী
পায়ের ধুলোর বালাই গেছে
গুরুর ও সে চরণ ঢাকে।

জেনেছি ভাই এ সংসারে
জুতোই মোদের পুজ্য খাঁটি,
গিন্নীদের তাই জুতো পরাই
গালে বুলাই, জিভে চাঁটি।
জুতো আপন রূপের জোরে
বুড়োরে দেয় "ইয়ং" করে'
"ইয়ং এণ্ড কোং" নাম দিয়েছে
তাইতে জুতোর কারখানাকে।

ছত্রবিয়োগ

বর্ষাসাথী আমার ছাতি, আজ্‌কে তুমি নাই,
যাচ্ছে ফাটি বুকের ছাতি তোমার শোকে ভাই।
মাথার'পরে বাদল ঝরে,
তার চেয়ে মোর চোখেই পড়ে,
অশ্রুধারা তোমার তরে, কোথায় তোমায় পাই?

চারটি টাকায় কিনেছিলাম তিনটি বছর আগে,
সঙ্গে ছিলে বাঁকুড়ো ব'রম-পুর হাজারিবাগে।
নতুন ছিলে যখন তুমি
বুলিয়েছিলাম গালে, চুমি'
আজো মধুর গন্ধ পরশ স্মৃতির পুরে জাগে।

থাক্‌তে তুমি আমার কাঁধে, রইতে কাছে কাছে,
আজো জামায় দাগটি বাঁটের মলিন হ'য়ে আছে।
তোমায় জীবনসঙ্গী ভেবে
রেখেছিলাম বগল দেবে,
বস্‌লে তুমি থাক্‌তে কোলে হারাও ভেবে পাছে।

ছিলে কি আর শুধুই ছাতি, তুমিই ছিলে ছড়ি,
গ্রীষ্মিকালে ঘাম মুছেছি তোমায় রুমাল করি'।
হাত চলেনা পিঠে যেথায়,
চুল্‌কে দিতে তুমিই সেথায়।
তোমায় দিয়ে আম পেড়েছি পাঁচির'পরে চড়ি'।

রৌদ্রে পুড়ে জ্যৈষ্ঠীমাসে বাঁচিয়ে দিলে মাথা,
ওরে আমার দিলদরদী—পথের সাথী ছাতা।
সে দিন যখন গ্রহের ফেরে
পাগ্‌লা কুকুর আস্‌ল তেড়ে,
তুমিই তখন মধ্যে পড়ে' হলে' আমার ত্রাতা।

এড়িয়ে যেতাম আড়াল দিয়ে যতেক ভাগিদদারে,
ব্যাঙের ছাতা—মাসিকগুলোর ডাকাত এডিটারে।
নেইক তেমন আঙুলে বল
কাজেই লেমনেডের বোতল,
তোমার ডগায় খুলে আমি খেইছি বারে বারে।

খোকার ঘোড়া ছিলে, খোকা ছুট্‌তো তোমায় চড়ে'
খেলাপাতী পাত্‌ত খুকী তোমারে ঘর করে'।

লুকিলে নভেল টেবিলতলে
যে সব ছাত্র কৌতূহলে
পড়ত, তুমি ছত্র, তাদের পড়তে পিঠে জোরে।

হয়ত নূতন লোকের কাছে সুখেই আছ নিজে,
হায়রে আমি পথে পথে মরছি ভিজে ভিজে।
মরছি হেঁচে মরছি কেসে,
জানছনাত, মলিন বেশে
শালিক সমান কাঁপছে হেথায় তোমার মালিকটি যে।

হয়ত নেহাৎ দায়েই পড়ে' গিয়েছে কেউ নিয়ে,
বেরোয়নাক ধরাপড়ার ভয়ে মাথায় দিয়ে।
হয়ত মাকড়শাদের জালে
বন্দী হয়ে ঝুলছ চালে,
আরশুলারা ডিম পেড়েছে তোমার মাঝে গিয়ে।

নতুন মালিক হয়ত দালাল, নয়ত ভবঘুরে,
নয় উমেদার, সারাটিদিন মরছ ভিজে, পুড়ে'।
কেমন আছ নতুন হাতে?
সইবেত ভাই তোমার ধাতে?
তোমার শোকে প্রাণের সাথী, পরাণ আমার ঝুরে।

— —

সন্দেশসুন্দরী

আহা—তোমা হেরি মম মজিয়াছে মন
ওগো সন্দেশ—সুন্দরী,
তব—পান্তুয়া-ঠোঁটে রস পিইবারে
রসনা উঠিছে গুঞ্জরি'।
আমসন্দেশে কাল'জাম দিয়া,
কে রচিল তব আঁখিযুগ প্রিয়া?
তব—তালশাঁসে রচা চিবুক শোভিছে
নিখিলের প্রাণ মন হরি'।

কিবা—ভিজে-গজা, জিভ্, সিঙেড়ার নাক,
শুকপাখী তাহে লাজ পায়,
ফুলো—কচুরীতে গড়া কপোল তোমার
হাসিলে কেমন টোল খায়।
জীলিপীর কাণে মিহিদানা-দুল,
পুলীর আঙুল করে তুল তুল,
আর—হাসো তুমি কিবা এলাচ দানার
শাদা দাঁতগুলি বার করি'।

তুই—হাতে তোর শোভে বরফীয়া চুড়ি,
বুঁদে-দিয়ে-রচা হার দুলে,
আহা—অমৃতী পাকের বালাজোড়া তোর
মধুঝঙ্কার—রব তুলে।
তুই সেই ভোজরাজের দুলালী,
যুগে যুগে মোর পরাণ ভুলালি,
তুই—তিলে তিলে বুঝি মধু-সঞ্চয়ে
স্বর্গের নব অপ্সরী।

বদান্যতা।

যাহা কিছু কামাই সবি চ্যারিটিতেই যায়,
দানের পুণ্য ছাড়া আমার কিছুই নাহি হায়।
বড় ছেলেয় দিচ্ছি পঁচিশ,
মাসে বাইশ নিচ্ছে শচীশ,
দুধের রোজও আছে খোকার, গয়লা টাকা চায়,
গয়লা পালন হচ্ছে, কাজেই দানই বলা যায়।

পাঁচশ' টাকার গয়না দিয়ে দিলাম মেয়ের বিয়ে,
ফেরত ত আর দিলনাক, বেহাই গেল নিয়ে,

তা' ছাড়া এই পূজার সময়
কাপড় চোপড় তা'ও দিতে হয়,
মূল্যটা তার রাখছি লিখে খয়রাতী খাতায়,
বাধ্য নহি দিতে, কাজেই দানই বলা যায়।

ভায়ের মায়ের (আমারো তাই, তার-ও হলো যা।
ভায়ের কাছেই থাকে তাইতে বল্‌ছি ভায়ের মা),
কাশী যাওয়ার সময় যখন,
টাকার জন্য লিখ্‌ল মাখন,
দশটি টাকা—দুইটি আনা খরচ হলো তায়,
ভায়ের দেওয়ার কথা,—তাইতে দানই বলা যায়।

গিন্নীকে দেই দু'দশ টাকা প্রায়ই মাঝে মাঝে,
তিনি তাতে গয়না গড়ান, একেবারেই বাজে।
মায়ের শ্রাদ্ধে ভাগনে বেচু
চাইলে টাকা, দিলাম কিছু,
বাবার মেয়ের শ্রাদ্ধ, তা'ত আমার নহে দায়,
দেখ্‌লে ভেবে এরে নিছক দানই বলা যায়।

গিন্নী আমার রাঁধ্‌তে জানেন, তবু ঠাকুর পুষি,
গরীব বামুন পাচ্ছে খেতে তাতেই আমি খুসি ?

যেদিন আমি যাইনা বাজার
ঝি-চাকরের জয়জয়কার।
চুরি করে' নিশ্চয়ই ত বেশীর ভাগই খায়,
প্রকার ভেদে পরোক্ষে তায় দানই বলা যায়।

তা' ছাড়া প্রায় সকল জিনিষ পয়সা দিয়েই কিনি,
দেখ্‌তে গেলে পয়সা নিয়ে খেল্‌ছি ছিনি মিনি।
পাঁচটা লোককে কোনরূপে
পালন করি চুপে চুপে
কোনো রূপে পরোপকার একটা অছিলায়,
চাক পেটাতে কিন্তু ভায়া দেখবে না আমায়।

মদন মোহন

শ্রীমান মদনমোহন বাবুর রূপে সবার মন ভুলে,
কে রঙালো এ কাত্তিকে এমন কালো রঙ গুলে?
দশগাছি চুল একটি দিকে
অন্য ভাগে পাঁচটি রেখে,
টেরি তিনি কেটে থাকেন স্নানের পরে টাকচুলে।

তার উপরে চলেন তিনি বাবুগিরির তাক্ মেরে।
খেংরা গোঁপে তা দেন সদা কোষ্টা যেন পাক মেরে।

গোঁজ-আঙুলে আবার যখন
হীরের আংটী পরেন মদন,
লোকে বলে ফুলের মালা দুম্বা ভেড়ার লাঙ্গুলে।

বাঁধা দাঁতে হাসলে পরে (বেশ কথাটি কয় নালু)
মদন বাবু হাসেন যেন ভালুকে খায় শাঁক আলু।
থাক্‌লে গায়ে লাল জামিয়ার
কুঁচের মতন খোলে বাহার।
ফ্রেঞ্চকাটে কাটা ছাঁটা, দাড়ী তাঁহার জঙ্গুলে।

আধেক ধরা টিকের মত, পান খেলে হয় রঙ্ ঠোঁটে
কাকের মুখে সিঁদূরে আম এম্নি প্রবাদ যায় রটে'।
গোদা পায়ে পম্পসু জোড়া
গোদের উপর দু'বিষ ফোড়া,
শ্যাওড়া গাছে আলোক লতা, মিহিন চাদর গায় ঝুলে।

এর উপরে রেশমী কামিজ পরতে না হন লজ্জিত
ময়লা যেন তাকিয়াটি রেশমী ওয়াড় সজ্জিত।
নাইতে গেলে জলে যেমন
চেহারা হয় চেপ্টা বামন,
তেমনি বেঁটে মদন বাবুর বিপুল ভুঁরি যায় দুলে।

পেটের দায়।

বলেছিলাম পুত্র তোমার
কার্ত্তিকটি—সোনার চাঁদ,
মিথ্যে কথা, গোবর গণেশ,
আহা কিবা ছিরির ছাঁদ।
মন যোগাতে বলেছিলাম
মেয়ে গুলোয় পরীর দল,
রক্ষা কালীর বাচ্চা ওরা
অশোকবনের চেড়ীর দল।
রূপে তুমি মদন মোহন
বলেছিলাম হয় স্মরণ,
সত্যি কিন্তু শমন-বাহন
এমনি তুমি কুদর্শন।
আয়নাতে মুখ দেখলে পরে
থাকবে না সন্দেহ তার,
তবে কেন বলেছিলাম ?
কেন জান ? পেটের দায়।

বলেছিলাম পুণ্যে তুমি
স্বয়ং যেন যুধিষ্ঠির,
ন্যায়-ধর্ম্মের প্রতিপালক
পয়গম্বর সত্যপীর,
আসল কথা—তুমি একটি
ভীষণ রকম পা-ষ-ণ্ড
অত্যাচারী দৈত্য তুমি
ভোগ-গর্দ্দভ বা ষণ্ড।
বলেছিলাম দাতা তুমি
বলির মতন গুণধাম,
আরে রামঃ, সকাল বেলায়
কেউ করেনা তোমার নাম।
তোমার বাড়ী হতে দেখি
পিঁপড়ে গুলোও কেঁদে যায়,
সে সব কথা বলেছিলাম,
কেন জান ? পেটের দায়।

বলেছিলাম জ্ঞানী তুমি
সর্ব্ব বিদ্যায় বিশারদ,
তুমি গেলে পূরণ করতে
পারবেনা কেউ তোমার পদ।

মিথ্যে সখি। তোমার মতন

নেইক মূঢ় দুনিয়ায়,

অকালকুষ্মাণ্ড তুমি

জড়ভরতও বলা যায়।

গিন্নী তোমার অন্নপূর্ণা?

নেইক এতে সত্য লেশ,

গয়নাতে গা, কাটলেটে পেট

ভরতে তিনি শক্ত বেশ।

লক্ষ্মীর হাতে আঢ়ি কিম্বা

একটি মুঠোও কেউ না পায়

তবে যে সব বলেছিলাম,

সেটা কেবল পেটের দায়।

বলেছিলাম তোমায় আমি

আভিজাত্যে পুরন্দর,

সমাজপতি মহাকুলীন

সৌরকুলের ধুরন্ধর।

আরে রামঃ, তোমার বাড়ী

পা ধুলে বা পাতলে পাত,

নেহাৎ যে জন অনাচারী

থাকেনাক তারো জাত।

তবে যে ঐ পোলাও খেতাম
করে' আমার ঘাড়টি হেঁট
সে এই দগ্ধোদরস্বার্থে
অর্থাৎ ভরতে পোড়া পেট।
অনেক মিছেই বলিয়াছি
তৈল ঢালি গোদা পায়,
কেন বলেছিলাম জানো?
শুদ্ধ কেবল পেটের দায়।

প্রশস্তি।

ফুলের মধ্যে শিমুল তুমি, ফলের মধ্যে মাকাল,
গাছের মধ্যে ভুতো শেওড়া মাছের মধ্যে পাঁকাল।
নেশার মধ্যে চরস গাঁজা,
চাষার রাজ্যে শুকো হাজা,
আমার ঘরে বিরাজ করে মুর্ত্তিমন্ত আকাল।

চালের মধ্যে আউশ তুমি ডালের মধ্যে খেঁসারী,
পাড়ার লোকের কানের জ্বালা জাতের মধ্যে কাঁসারী

যানের মধ্যে উটের গাড়ী
অঙ্গের মধ্যে খোঁচা দাড়ী,
বাল্যকালে ছেলের মধ্যে ছিলে নিশ্চয় রাখাল।

আনাজ মধ্যে ভেতো কুমড়ো বাহন মধ্যে পেচক,
তেলের মধ্যে ক্যাস্টর অয়েল, বিষম রকম রেচক।
পাখীর মধ্যে কাদা-খোঁচা।
অপদার্থ সবার ওঁছা,
চোখের জলে নাকের জলে মোর জীবনের নাকাল।

তোমরা ও আমরা

(১)

তোমরা মোটর হাঁকায়ে চলিয়া যাও,
আমরা হোঁচট খাই,
চাকার কাদার ছিটেয় সাজিয়া ভূত
আফিসের পানে ধাই।
চলি হাঁটুজলে রাস্তা খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
হেঁটোর কাপড় কোমড়ে তুলিয়া গুঁজিয়া,
দেরী হলে পাছে রুজী মারা যায় বুঝি বা
চলি তাই ছুটিয়াই।

গরমের দিনে তোমাদের ঘরে ঘরে
ফ্যান ঘুরে ফন ফন,
আমরা দুপুর রৌদ্রে পেটের দায়ে
ঘুরে মরি বন বন।
শাল দোশালায় তোমরা বেড়াও সাজিয়া
পরি ছেঁড়াজামা গা'র তেলে মোরা ভাজিয়া,
করিয়াছি ধোপা নাপিতের সনে কাজিয়া
মিটাতে ইচ্ছা নাই।

তোমরা পোলাও দেখায়ে দেখায়ে খাও
মোরা খাই নিমসীম,
তোমরা মোরগ হংস ডিম্ব খাও,
আমরা ঘোড়ার ডিম।
চপ্ কাট্‌লেট হোটেলে গিলিয়া ঠাসিয়া,
থিয়েটারে যাও পেটের গেঞ্জি ফাঁসিয়া,
আমরা যেন গো বানে আসিয়াছি ভাসিয়া,
খালি পেটে তুলি হাই।

দুপুরু গদিতে তোমরা ডাকাও নাক,
সিংহনিনাদ ছাড়ি'
আমরা কুঁড়েয় অথবা আঁস্তাকুড়ে
সারারাত মশা মারি।

তোমরা বিশাল তোমরা সবাই হস্তী,
আমরা ফড়িং দেহে প্রাণটুকু অস্তি,
তোমাদের সাথে কেমনে হইবে দোস্তি
আচ্ছা বল ত ভাই ?

(২)

ফাঁকি-জুকী দিয়ে আমরা করেছি টাকা
তার ভাগ বুঝি চাও ?
দুপুর বেলায় একটু ঘুমুই তাই
হিংসেয় মরে' যাও।
চপ কাটলেট কোপ্তা কাবাব খাই
হজমের ঠেলা আমরাই সামলাই,
পেট ছেড়ে দিবে, করিবে যে আইঢাই
একদিন যদি খাও।

জানলা ত চাঁদ গালে ক্ষুর ঘসে' নিতি
কামানর কত ঠেলা,
সাবান ঘষিতে জান না ত গায়ে জোর
লাগে কত দুই বেলা।
হিংসেয় মরো, আমরা বোতল টানি'
খাও দেখি চাঁদ আমাদের লালপানি ?

ভারি ত মুরদ থাক, থাক, জানি, জানি,
হও কেন পিছ-পাও।

'ফ্যাসন্'-মাফিক পোষাক করিতে হয়
খেটে-খুটে সাবধানে,
গলদ্‌ঘর্ম্ম হতে হয় কত বয়ে'
ধোপার গাধাই জানে।
সাহেব-সুবোর সাথে খেলা, বসা, চলা,
বাংলা নয় গো ইংরাজি কথা বলা,
কত ঠেলা জানো, মাঝে মাঝে কানমলা
চুপ করে সই তাও।

সোজা নয় চাঁদ ভাল খাওয়া, ভাল পরা,
মটর ল্যাণ্ডো চড়া,
দেনার খবর যদি শোনো তবে হবে
চোখ দুটা ছানাবড়া।
ঘুঘু দেখিয়াছ ফাঁদ ত দেখনি তার,
দোকানের বিল দেখ যদি একবার,
হয়ে যাবে তবে আধ হাত জিভ বা'র
বকায়োনা নাও! নাও!

———

কেরাণীর রাণী

(প্যারডি)

যখন সঘন গৃহিনী গরজে বরিষে বকুনি-ধারা,
সভয়ে অমনি আবরি নয়ন, লুপ্ত সংজ্ঞা সাড়া।
রক্তিমা ধরে অধীর রাগে তাহার আনন খানি
সতত কুঠার-পাণি সে-যেগো আমার নিদয়ারাণী।

জ্যোৎস্না-নিশীথে তাহার সকাশে পরাণ বেহাগ গাহে,
ত্রস্ত স্মরিরে শ্রীহরি, ঘরণী যেন্নি গহনা চাহে।
তখন চরণে রাজে, আমার চটুল চতুর পাণি,
আমার কুটীর রাণী সেযেগো আমার হৃদয় রাণী।

আপিসে হোটেলে বাজারে গঞ্জে সকালে বিকালে সাঁঝে,
তাহার ভ্রূকুটী ত্রাসে হৃদয়ে আরত সকলি বাজে।
সাহেবেরো তাড়া চেয়ে হায় তারে বড়ই কঠোর জানি'
আমার কাঠের ঘানি সেযেগো আমি তা' সদাই টানি।

বহুদিন পরে করেছি আবার এবার ছুটীর দাবি,
দেখিব হরষে বধূরে সাদরে, হইয়া অধীর ভাবি।
শুনিব কলহ রাসভ-কণ্ঠে শাসন-প্রখর বাণী।
আমার ছুটীর রাণী সেযেগো আমার বিদায়-রাণী।

সুরা

(প্যারডি)

অয়ি—জীবনধনহারিণী।
অয়ি—নির্জ্জলা,—সূর্য্যকরোজ্জল বরণী
গণিকা-তারিণী—তারিণী।

নীল-বোতল-তলবাসিনী টলমল,
ফেনিল বিকম্পিত, মাতাল-সম্বল,
স্তম্ভিতে চুম্বিয়া কর তুমি চঞ্চল,
শুভ্রে ধূসর-কারিণী।

প্রথম অলক্ষ্মী আগম তব সেবনে,
প্রথম সোমরসে আস' তপোবনে,
চরম সর্ব্বনাশ তুমি জন ভবনে,
ধ্যানধর্ম্মশতপুণ্যবারিণী।

চোর-কল্যাণময়ী বলি গণ্য,
দেশবিদেশে লুটিতেছ অন্ন,
ভৈরবী-যোগিনী-সমাদৃতভগিনী,
ধান্য-মধুক-দ্রাক্ষাচারিণী।

নব্যা

জানো—বিশ্রামটাও কাজের মধ্যেই—সেটাই বড় কাজ,
আছে—বাজে কাজের জন্যে তোমার মা ভগিনী ভাজ।
কুলীর দ্বারাই যে কাজ চলে
সে কাজ তারা করতে বলে,
পত্নী তোমার বাঁদী দাসী ? হয়না মনে লাজ ?

কাপড় কাচো, বাসন মাজো, এঁটো ঘুচোও, বাপ,
দুদিন পরে বলবে, করো পায়খানাটাও সাফ্।
ঘটর ঘটর বাটনা বাঁটো,
আলুর সঙ্গে আঙুল কাটো,
রান্না ঘরের ধোঁয়ায় ঢুকে মাথায় হানো বাজ।

চিঠিলেখা, গল্প করা, নাটক নভেল বোঝা,
মূর্খেরা সব ভাবো বাজে, যেন কতই সোজা।
দেশের দশের খবর রাখা,
বিলাস ভাবো সাবান মাখা,
উলের লেসের ফুলতোলা বা নারী—দেহের সাজ।

চাকর দাসী রাখতে নারো মিছে আমায় দোষো,
দুজন না হয় মাসী পিশীই নীচের ঘরে পোষো।

বুঝেছিত তোমার ওজন,
না হয় বলো, দাসী দুজন
খরচ দিয়ে পাঠিয়ে দিতে লিখ্‌ছি বাবায় আজ।

তোমার মুরদ

তুমি—নির্ম্মম করে চুরমার কর নারীর মর্ম্ম খোঁচায়ে,
অন্নবস্ত্র দিতে অক্ষম রয়েছ শাসন ওঁচায়ে।
তুমি—লক্ষ্যশূন্য বাক্যবাগীশ ঘুরিয়া বেড়াও পাড়াতে
জাননা কেমন, কতঠেলা ধন, দুইবলা ভাত বাড়াতে।
তুমি,—সকল কর্ম্ম হস্তা,পুঁজি, ফুটোঘটি ছেঁড়া কন্থা,
রোজগার ভারি, তবু ঘরবাড়ীকোনরূপে রাখি গোছায়ে

টাকা, বেশী না আনিলে লয়ে ছেলে পিলে
স্বচ্ছন্দে চলে কেমনে,
তুমি, বলদের প্রায়, বোঝান' যে দায়
কে পারে তোমায় বচনে?
আমি—ধোঁয়ায় কাসিয়া কাঁদিয়া,
নিতি—মরছি রাঁধিয়া রাঁধিয়া
তবু যশ নাই, দোষ দাও, কেন
কাপড়ো দেইনা কোঁচায়ে।

সমাজে

যদিও হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি মাংস,
জলচর ভূচরের খাই অধিকাংশ।
সহরে খাইয়া ঢুকি এখানে ও ওখানে
যাই বটে কাট্‌লেট চপ চা'র দোকানে,
ষ্টীমারে যদিও খাই মাঝিদের হাঁড়ীতে,
যদিও মোরগ খাই লুকাইয়া বাড়ীতে,
তাই বলে মূর্খেরা মনে মনে ভাবে' কি,
যার তার সাথে আমি সমাজেও খাবকি ?

শুঁড়িদের হেঁসেলের চাট সহ আঁধারে
ভেতোমদ খাই বটে ব'সে তার দাঁদারে।
আকাচা কাপড়ে খাই অস্নানে সকালে,
তেলী বাড়ী খাই বটে লোভ কিছু দেখালে,
খাই বটে একপাতে শেঠেদের সঙ্গে.
তারা ধনী, সখা ভাবে চলে রস রঙ্গে।
কেহ যদি জিজ্ঞাসে—এই সব খাওকি ?
সমাজে স্বীকার করি ভাবিয়াছ তাওকি ?

কোথাও পোলাও পেলে দোষ কিছু দেখিনা,
পাইলে পাঁটার ঝোল জাত খোঁজ রাখিনা,

মুচি যদি লুচি দেয় খাই তাও আড়ালে।
শিবুসার দোকানেও বেশী দেনা দাঁড়ালে,
নূতন খাতার দিনে; দিনে খাই কচুরী
রাত্রিতে খাই বটে কোর্ম্মাও খিচুরী।
তাই বলে মূর্খেরা মনে মনে ভাবকি?
সাদাভাত শাকডাল যেথা-সেথা খাব কি?
যদিও অশোচ আদি ঠিক মত মানিনা
সংস্কৃত খিটিমিটি একটুও জানিনা।
গোত্র বংশ গাঁই পারিনাক বলিতে—
সন্ধ্যার প্রয়োজন হেরিনাক কলিতে।
যদিও মরিলে গোরু দেই মোরা উড়ায়ে
বুড়া জ্ঞাতি খুড়াটির দেই মাথা মুড়ায়ে
তাই বলে যাব কি গো মসজিদে নমাজে?
তাই বলে জাতে কিগো ছোট হব সমাজে?
তাই বলে' সাদাভাত যেথাসেথা খাবকি?
দেবলের সাথে চলে তার বাড়ী যাব কি?
গণকের জল খায়, আরে রাধা মাধবো!
কি ভীষণ তার বাড়ী আমি কিনা পা ধোবো?
যার বাপ নাপিতের যাজকতা চালাত
তার বাড়ী খেতে হবে? কম নয় জ্বালা ত!

অমুকের শালা গেল বাগ্‌দাদে পালায়ে
নিব তার ভাগ্‌নীর জামায়েরে চালায়ে ?

করণ করিল যেবা গঙ্গার ওপারে।
অথবা মন্ত্র দিল যার বাপ ধোপারে,
পনের-বছুরে মেয়ে যার বাড়ী অনূঢ়া,
যার বাড়ী খায়নাক ও পাড়ার মধুরা,
তার বাড়ী খাবো আমি ? কুলে যেবা নীচুতে
খাওয়া থাক্ তারবাড়ী পা ধোবোনা কিছুতে।
গোপনে অনেক খাই জানে কোন' শালা কি ?
স্বীকার করিব তাই ? পেয়েছ কি চালাকি ?

কন্যাদায়োদ্ধার

মোরা—টাকা পেলেই রাজি আছি
করতে কন্যাদায়োদ্ধার,
তা—হোক্‌না শ্বশুর অসুর, তাহার
পশুর মতন ব্যবহার।
যায় যাবে জাত যায় যাবে কুল,
ঠেলবে ঠেলুক খুড়ো মাতুল

শেষে না হয় গোঁপ দাড়ী চুল
প্রায়শ্চিত্তে হোক সাবাড়।
হোক্‌না বৌটি পেঁচী খাঁদী
হোকনা হাঁদা হোকনা নেড়ী,
হোক্‌না রোগা জ্বরেভোগা
হোক্‌না খোঁড়া হোক্‌না টেড়ী।
হোক্‌না কুড়ী-কুষ্টি কালো
হোক্‌না তাদের গুষ্ঠি কালো
না হোক্ তাহার কুষ্ঠী ভালো
কোন বিচার নেইক তার।
হোক্ না দেখতে তিন ছেলের মা
হোক্ না উনিশ কিংবা ষোলো,
পৌঁটা ঝরা সাতবছুরী
বিয়ের বয়স নেই বা হোলো।
হোক্ না হেঁপো হোক্ না কেশো
রাগবে রাগুক পিশে মেসো,
শ্বশুর বাড়ী হোক্‌না বেঁশো
সে সব দিকে নির্ব্বিকার।
বাপের খর- চাস্ত করে'
পাশ করেছি এগ্‌জামিন,

বি-এ এম-এর নেইক সাধ্যি
রোজগারে যে শুধবে ঋণ।
পিতৃ ঋণের ব্যবস্থাটা
কাজেই দেখ শ্বশুর ব্যাটা
ভিন্ন বলো করবে কেটা ?
আমরা এটা বুঝি সার।

ন্যাকা

ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ, হয়নি এটা খেয়াল,
ঘর করতে হলে আবার লাগবে তাহার দেয়াল,
ঘর ঢুকতে দুয়ারো চাই,
ভাগ্যে এটা বল্লিরে ভাই,
কপাট-ও চাই নইলে ঠিকত, ঢুকবে কুকুরশেয়াল।
ভাগ্যে তুমি বল্লে, তাইত
নইলে ওঘর কিসে ছাইত ?
উলু গুলোয়ে ভেবেছিলাম বুঝি গরুর পোয়াল।
ভাগ্যে তুমি বল্লে আবার
রান্নাঘরটি হবে আমার,
নইলে ভাবতাম ওটা বুঝি হবে তোমার গোয়াল।

গিন্নীর রান্না

গিন্নী, তোমার কি সুমিষ্ট রান্না,
খাওয়াও যাহা আহা আহা রাজাও তাহা খান্‌না।
আহা—রেঁধেছ এ ঝোল কি অম্বল?
দিয়ে—রান্নাঘরের সব সম্বল,
এযে—লোম বাছতে যায় কম্বল
(বড় দুঃখে, খুড়ি) আনন্দে পায় কান্না।
এযে—মাছের সঙ্গে ভাঙ্গা চুলো,
আর—দেখছি পথের কাঁকড়গুলো,
ঘুঁটে—পাটের কাঠি, ঝাঁটার ধুলো,
(ছাই ভস্ম—খুড়ি) খাচ্ছি হীরক পান্না।
দেছ—বেগুন পোড়ায় হল্‌দি বাঁটা,
এযে—বড়ার মাঝেও মাছের কাঁটা,
তোমার—গল্‌দা চিংড়ি গল্‌দি ঘাঁটা
(ঠেলে রাখতে, খুড়ি) খেতে কে আর চান্‌না।
আহা—পরমান্নও হয়েছে লাল
দেছ—ঠেসে বুঝি লঙ্কার ঝাল,
খোকার—চড়চড়িতে চড়াই যে গাল
(তুমি ত্রেতার, খুড়ি) কলির জনক কন্যা।

তুমি—কন্সু, থুড়ি, রাজার বাড়ি
আহা—যদি ভুলে কাড়তে হাঁড়ী,
ঠিক—বইত,তবে বলতে পারি,
(তেলের পিপে পেয়ে) ভাতেও তৈল বন্যা।

ছিলে—চিল্কা কিংবা লিভার পুলে,
এলে—বিঁধতে আমার লিভার শূলে।
কেন—নিউক্যাসল্ কি আসান সোলে
(ঠিক—খাদের ধারে) করলে না ঘরকন্না ?

মিঠে বঁধু

মধুময় বঁধু তব মিঠাই বেবাক।
পেটে পেটে ঢাকা তব জিলিপির পাক।
চোখদুটা রাগে ভরা যেন দুটী ছানা বড়া
গোল্লায় পাঠাইতে জান কত তাক।
মিছরির ছুরী যেন কথা গুলি মিঠে হেন
হুলে ভরা হৃদিখানি যেন মউচাক।
মগজের খোলে খোলে রসের ভিয়েন চলে
ভাভারসি বাসে ঘুরে বোলতার ঝাঁক।

চাকরী

চাকরী তোমাতে তোমার মায়াতে
মোহিত বাঙালী জন,
হেন সাধ্য কার তোমারি মায়ার
বাঁধন করে বিচ্ছেদন।
সংসার পাতান দারা সুত নিয়ে
তুমি না থাকিলে পুষিব কি দিয়ে ?
তুমি, দিতেছ যে ঠেলা ঠেলি তা' দুবেলা
তুমিই আমার নিত্যধন।
তোমারি ইচ্ছায় কাচ্চাবাচ্চা বাঁচে,
তোমার দয়ায় দেহে প্রাণআছে,
তুমি—নিয়ে যাও যে দেশে যাব গো সে দেশে
পাই-না-পাই প্রোমোশন।

লঙ্কা মরিচ

ছিলি ওরে লঙ্কমারীচ, সাগর পারে লঙ্কাদ্বীপে।
ছিলিরে সু-মালীর বাগে ছিলিরে তুই সোনার ঢিপে।

সূর্পণখা কাজল করে' তোকে
শূর্পণখা আঁকত চোখে।
চোলাই করে পিইত তোরে,
রাক্ষসেরা পিপে পিপে।
লঙ্কা-মরীচ আখ্যা পেলি
ছিলি বলে' লঙ্কা দ্বীপে।

তোরে ভেজে গড়গড়িতে
রাবণ রাজা গুরুক খেত।
নস্যিটি তোর নাকে গুঁজে
কুম্ভকর্ণ ঘুমিয়ে যেত।
মন্দোদরী মাখ্‌ত সুখে
তোরই আতর গায়ে মুখে,
তোর বাঁচি না থাক্‌লে পানে
পানগুলো তার লাগত তেঁত।
চা-র বদলে বীরবাহু বীর
সিদ্ধ করে তোরেই খেত।

তোর ধোঁয়াতেই ধূম্রলোচন
নর বানরে দগ্ধ করে।
তোর ধোঁয়াতেই রাক্ষসীরা
শুকাত চুল স্নানের পরে।

হলুদ বাঁটা তোরই সাথে
মাখত তারা আগুন-তাতে।
তোরই সুরস দিত তারা
শিশুর মুখে আঁতুর ঘরে,
তোরই পায়স দিত তারা
জামাই এলে আদর ভরে।

পহিলা চাষ করল যে তোর,
নামটি তাহার মারীচ হলো।
তোর ঝাঁঝিতেই বিশ্ব ভরে'
তাদের এত প্রতাপ বলও।
জন্মালিনে সে বার ক্ষেতে
তোর অভাবে আকালেতে,
রাক্ষসের নির্ব্বংশ হলো
দলে দলে সবাই মলো।
বানর সেনা তুচ্ছ, কি আর
লঙ্কাপুরীর করলে বলো?

লঙ্কা জিনি বিজয় সিংহ
ফিরল যখন বাংলাদেশে,
প্রবাল ভেবে বিজয়-চিহ্ন-
স্বরূপ তোরে আনল শেষে।

পদ্মা মেঘনা কর্ণফুলী
গায় জয় তোর লহর তুলি'।
গাঙাল দেশের রান্নাঘরে
যদিও তুই কাঙাল বেশে,
রাঙা মাণিক আজো আছিস্
সমাদৃত বাঙাল দেশে।

তোর সমাদর করতে আমি
পারি না হায় বিশেষ মত,
অনেক জ্বালায় জ্বলছি আমি
তোর জ্বালা আর সইব কত?
তবু, তোর সমাদর বাড়বে যতই
ভাতের অভাব ঘুচবে ততই
র'বে কি আর অম্লশূলীর
ভাতের প্রয়োজনটা তত?
পেটের জ্বালা থাকবে না আর
তুই যদি রোস কণ্ঠাগত।

সবই ছিল

সবই ছিল—সবই ছিল।

বলে মানছ যাদের নূতন তারা কি আর দিল ?
রেল ইষ্টিমার টেলিগ্রাফী ছিল ছিল ভারতব্যাপী,
ছিল মোদের ফোটোগ্র্যাফী ছাপাখানা, পেপার-মিলও।

ওদের যা'তা সবই ছিল বেশী ছিল মোদের বরং,
প্রমাণ করে ভেঙে দিতে পারি আমি ওদের ভড়ং।
টর্পেডো কি ডুবোজাহাজ সবই ছিল, নেই বটে আজ
জাহাজ ছাড়াও বীর হনুমান লম্ফে সাগর ডিঙাইল।

এরোপ্লেন ত ছিলই মোদের, নয়ক শুধু শূন্যে ওড়া।
চল্‌ত লড়াই মেঘেতে ভাই রথের সঙ্গে উড়ত ঘোড়া।
মাথার পরে পাহাড় ধরা, মুখের ফুঁয়ে ভস্ম করা,
নয়ক সোজা, স্বর্গে যাবার সিঁড়ি-ও তাই বিরচিল।

সবই ছিল, বরং বেশী ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হলো,
নেইক এখন ; সুযোগ পেলে, মিথ্যে সবই বলবে বলো,
মরবেনাক সত্য তাতে, করব প্রমাণ হাতে-হাতে,
মোদের ওরা প্রশিষ্যাধম মোদের কাছেই শিখে নিল।

কল্পতরু ছিল হাজার, পরশমণি ঝুড়ি-ঝুড়ি,
গণ্ডূষে পান করত সাগর আসত যেত পাতাল ফুঁড়ি।
কি-আর ওরা ক'রল বাহির করছে যে সব বিদ্যে জাহির?
মোদের যা'যা' ছিল, তার ত পায়নি ওরা একটি তিলও।

ভাঁড়

সত্য কথা বল্লে দেখি রেগে ত হও টঙ।
ভদ্রলোকের আসরে ভাই দিচ্ছ কতই সং।
হাসাচ্ছ ত দেখ্‌ছি বেজায়,
অমন করে বলো কে যায়
লোক হাসাতে, মুখে মেখে চুনকালী আর রঙ?
বয়স ত আর কম হলো না
হুঁস কবে হয় আর বলো না?
ভাট-চালাকী চল্‌ছে আজো হাট-ঝুমুরে ঢঙ।
পদার্থ হায় ছিল যা'তা'
ছ্যাবলামীতে পড়লো ছাতা
বিদ্যেবুদ্ধির গোড়ায় ক্রমে ধরে গেল জঙ।

একঘরে

বিলেতে যাইয়া কেহ হইয়া বিদ্বান
স্বদেশে ফিরিলে তার কি প্রতিবিধান
সে যে বড় হয়ে গেল এই অপরাধ
ধরি' তারে জাত হতে করে দাও বাদ।

এতই নিষিদ্ধ খাদ্য খাইলাম হায়
কোন ফললাভ দেশে হইল না তায়।
তাহার অখাদ্য খাওয়া হইল সার্থক
এই দুঃখ সহ্য করা যায় কাঁহাতক ?

যদ্যপি অনূঢ় থাকে তবে তারে ধরো—
ভগিনী বা ভাগিনীর সাথে চেষ্টা করো,
যদি রাজী নাহি হয়, দূর কর তারে
সবে মিলে এক ঘরে' কর একেবারে।

যদি উচ্চ পদ পায়, তাহার আফিসে,
অথবা তাহার কোন সহি সুপারিসে,
চেষ্টা করো জামায়ের চাকরীর তরে ;
চাকরী না দিলে তারে কর এক ঘরে'।

ব্যারিষ্টার হয় যদি, বিনা পয়সায়
অনুরোধ করে দেখ তব মামলায়

ব্রিফ তব লয় কি না, দেখ চেষ্টা করে'
তা না হলে সবে মিলে কর' এক ঘরে।
যদি বা কখনো পড়ো বিষম ঠেলায়,
সবে মিলে গিয়ে তার ধরো দুই পায়,
যদ্যপি বিপদে রক্ষা করিতে না পারে,
অগত্যা সকলে কর একঘরে তারে।
যদি না ভাগিনা তব পায় শিক্ষা-ব্যয়,
টাকা ধার দিয়ে যদি শোধ তারো লয়,
যদি বা তোমার ট্যাক্স না দেয় কমিয়ে,
জাত গেছে বলে তারে দাও তাড়াইয়ে।
আত্মীয় বলিয়া খুব কর মেশামেশি—
খাতির বাড়াতে যাও গায়ে পড়ে' ঘেঁষি,
তাতে যদি মাখামাখি নাহি করে বড়,
দূর ছাই বলি তারে এক-ঘরে করো।
তার পর ছেলে মেয়ে বড় হলে তার,
বৈবাহিক সম্বন্ধের চেষ্টা এক বার,
করে' দেখ যদি তব না হয় বেহাই,
এক-ঘরে করো তারে দিওনা রেহাই।
যদি বা সে সমাজের নাহি ধারে ধার,
ভ্রাতা ভগিনীরা সব আছে ত তাহার,

তাহাদের কুটুমের কুটুম যাহারা
শেষকালে একঘরে হউক তাহারা।

দেখাও সমাজ আজো যায় নাই মরে'
রাগিলেই করিবারে পারে একঘরে',
বিদ্যা বুদ্ধি অর্থবল কিছুনা থাকুক
পেতে পারে একঘরে করিবার সুখ।

জননেতা

গালপাট্টা-গুম্ফ পুরু পাকাভুরু,-লম্বাদাড়ী-
চক্‌চটোক,-(গাজুনে ঢাক)—লম্বাটিকি চশমাধারী।
বাংলা দেশের মাথারা সব
কোথায় গেল ? কেন নীরব ?
কোথায় আজি গেলেন শুনি বক্তৃতারি মঞ্চ ছাড়ি ?

নেতাগিরির সখ মিটিয়ে থোঁতা মুখটি করে ভোঁতা,
ভুঁরি এবং চাঁদার খাতা গুটিয়ে নিয়ে গেলেন কোথা ?
বেশী দিন কি চলে মেকী ?
দেবতা কভু হয় কি ঢেঁকী ?
মাতৃপুজার ঘট কিগো হয় পেত্নীতলার ছুতোহাঁড়ী ?

দেশের হাওয়া বদলে গেছে নেতাগিরির অনেক ঠেলা,
পরের টাকায় চলবে না আর স্ফূর্ত্তি কিম্বা সুর্ত্তি খেলা,
ছাড়তে হবে বিলিতি মদ,
করতে হবে গোলামী রদ,
ছাড়তে হবে তেলের পিপে ছাড়তে হবে ধামা আড়ি !
সাধের খেতাব ছাড়তে হবে, হ'তে হবে কাজের কাজী,
চল্‌বেনা খোট, মিল্‌বেনা ভোট শুন্‌বেনা কেউ গলাবাজী ।
গতিক ভাল নয়ক দেখে,
চশমার খাপ ফেলে রেখে
তাই তাঁরা লোক-সভা হতে চোঁচা দিলেন লম্বা পাড়ী ।

বিদ্যার [illegible]

আমরা যত্তেক এম-এ বি-এ পাশ-করা
বিশ্ববিদ্যা-শিবিরের যত ধনুর্দ্ধর,
তুণঠাসা চোখাবাণ তুলে পিঠভরা
কাঁধে তুলে ত্রিবঙ্কিম ধনু মনোহর ।
বর্ষ চতুর্দ্দশ করি গুরুর শুশ্রূষা
লভিয়াছি নানা বিদ্যা, পুঞ্জীভূত শরে ।

অথবা ভরিয়া নেছি লোহার মঞ্জুষা
চাবিটি হারায়ে শুধু বহি পৃষ্ঠ' পরে।
প্রয়োগ চলে না হায় প্রয়োজন হলে
বিনিয়োগ-কালে মন্ত্র-স্মৃতির অভাব,
গুরুশাপ আনিয়াছি আশীর্ব্বাদচ্ছলে
লোকে ভাবে মহারথী এইটুকু লাভ।
ন্যুব্জ হয়ে ঘুরি মোরা তূণবাণ-ভারে
ছুড়িতে জানিনা, তবু মত্ত অহঙ্কারে।

আমাদের বিদ্যা

আমাদের বিদ্যা যেন পশুর ভোজন,
গিলে যাই যাহা পাই না বুঝে ওজন।
ঘৃত পেটে নাহি সয়, কুকুরের মত,
টাক পড়ে লোমগুলি হয় অপগত।
বিড়ালের মত কিম্বা করি তৃণাহার
পরীক্ষা খাতায় করি সমস্ত উদ্গার।
অথবা গোরুর মত বহুকাল ধরি
জীর্ণ করি বার বার রোমন্থন করি।

টাকা

(প্যারডি)

অমল ধবলাঙ্গ সুগোলাঙ্গ টাকা ধরাতলে,
হেরিলে হরে এ প্রাণ মন বক্ষ ভাসে আঁখিজলে।
এমন কবিরাজে ত্যেজে ভজে সে ভজামণ্ডলে?
তাহার কৃপা লাগি দ্বিজরাজ পূজে চণ্ডালে।
তুচ্ছ করি ধর্ম্মন্যায়ে তুচ্ছ করি জাতি কুলে
ঘুরছে সবে বঙ্গে ঢাকা খুঁজছে টাকা সব ভুলে।
ভট্ট ভনে ইহজীবনে নেইক টাকা এ কপালে।
কাটিতে পার মারিতে পার কিনিতে পার টাকা দিলে।

নস্য

নস্য লিয়ে লিয়ে লাকের সগ্‌গা লাহি ভাইরে,
ভর্‌ভরে এই লাকে আমার গন্ধ লাহি পাইরে।
গভ্‌ভরটা হচ্ছে বড়
যাচ্ছে চলে যতই ভরো,
তালুর খোলে হচ্ছে জড়ো তামাকপাতার ছাই রে।

কাসূলে পড়ে আলকাৎরা হাঁচলে উড়ে কালীর ছিটে,
সমান আমার বিষ্ঠা আতর বোটকা পচা টাটকা মিঠে।
লোকে বলে লাকের মাঝে
জীব জন্তু অনেক রাজে
গর্জ্জে তারা লালাস্বরে লিদ্রা যবে যাইরে।
লোকে বলে ল্যাষ্টি আমায়, লাকের জলে লোংরা পুঁথি,
ধোপার-বাপের শ্রাদ্ধ-করা লোংরা আমার চাদর ধুতি।
গাইয়েরা সব বেজায় খোনা
ছেড়েছি গাল্‌বাজনা শোনা,
গগ্‌গা লারায়ল ব্রোভ্‌ভ লাবার ঘাটে গাইরে॥

পরিণয়

(প্যারডি)

পড়াশুনা করব না আর—পরিণয়ে মন মজেছে।
পরীক্ষাতে বড়ই ঠেলা পড়াশুনায় কি লাভ আছে?
পরব জড়িপেড়ে কাপড়,
পরব গায়ে রেশমী চাদর,
শালার আদর শালীর কদর নাগরদোলায় মন কেড়েছে।
সেনেটহলে আর যাব না
নয়ন জলে আর নাব না
পরিণয়ের নামে আমার হাজার তিনেক পণ জুটেছে।

সান্ত্বনা

(স্ত্রী-শাসিতের)

ভাগ্যে তুমি সুন্দরী নও প্রিয়ে,
তাই, কোন' রূপে চলছে জীবন তোমাধনে নিয়ে।
নইলে মাথা ভাঙতে ইটে,
খ্যাঙরা আরো পড়ত পিঠে,
এই দেহটার গাঁঠে গাঁঠে উঠত ফুটে বিয়ে।

ভাগ্যে তুমি নও বিদুষী,
(ক-অক্ষর গোরুর মাংস,)
ভাগ্যে তুমি গান করনা
(গলাটা যে ভগ্নকাংস্য।)
তাই——কোন' রূপে বা'র বাড়ীতে
পারি আমি হাঁপ ছাড়িতে
নইলে বনে হ'তই যেতে লম্বা পাড়ি দিয়ে।

ভাগ্যে তুমি নওক প্রিয়ে
বড়লোকের কন্যারত্ন,
ভাগ্যে নেইক বাপের বাড়ীর
তেমন কিছু আদর যত্ন,

একশোটিবার দিনে রেতে
নইলে বাপের বাড়ী যেতে
সেজেগুজে বাহির হতে বাক্স গুছাইয়ে।

আরো একটা রক্ষে, প্রিয়ে,
অল্প শুনে তোমার কর্ণ,
ভাগ্যে তুমি শুন্‌তে নাহি
পাচ্ছ ইহার একটি বর্ণ,
নইলে আমার কালোশশী
আজ ঘটাতে একাদশী,
ঠাট্টা আস্‌টা করে আজো তাইতে আছি জিয়ে।

বিয়ে

(প্যারডি)

আর কবে বিয়ে দিবি মা, ঠাকুর-মা—
ফুরালো ক্রিকেট খেলা, বিয়ে দে'গো এই বেলা
পড়ে পড়ে তনু ক্ষীণ, ক্রমে আঁখি জ্যোতিহীন,
এখনো বিয়ে না দিলে আর কি করিব ক্ষমা ?
খাওয়ায়ে পরায়ে মাগো করেছ কত যতন,
অনাদর মা কেন এত দেখবে কবে বধূরতন ?

চোখে চশমার ঠুলি, পেকে এল চুলগুলি,
বয়স ত হলো না কম যত কেন তায় কমা।

সামলা মাহাত্ম্য

সবাই মিলে জুটছ কেন হরিঘোষের গোয়ালে?
কোন্ মাধুরীর লাগি হোথা বি-এ-জীবন খোয়ালে?
গুঁতোগুঁতি, করছ হোথা
শিঙ গেলে শিঙ পাবে কোথা?
ভরছে কি আর নাদা-জঠর শুক্‌নো দুটো পোয়ালে?
দু একদিন পাও যদি ঘাস
জাবর কাটো তাই বারোমাস,
এমনি করে আটকে যাবে চোয়ালে আর চোয়ালে।
চাষার বাড়ী বয় যারা হাল,
অনেক ভালো তাদের কপাল,
পেট্‌টা ভরে খেতে ত পায়, খাটে বটে জোয়ালে।
তবু আছে শিঙ ব্যাঁকানো,
বলীবর্দ্দের ঢঙ ত্যাখানো,
সিঙ তোমাদের ভাঙবে, তবু মচ্‌কাবেনা নোয়ালে।

দেশের গতি

দেশের কথা বলো না আর, এ দেশের কি হবে গতি ?
আমার কদর বুঝলে নাক দেশের যত মূঢ়মতি।
জন্মালে হায় অন্য দেশে
যেতাম নাক এমন ভেসে।
কাঁধে কাঁধেই নাচ্‌তে হতো, হতাম একটা মহারথী।

কেষ্টবিষ্টু হয়ে পড়েছে হেথায় মধো, রামা, শ্যামা,
গণ্য হবে তৈল ঢালো, বড় হবে, ধরো ধামা।
চল্‌ছে মোকা চল্‌ছে মেকি,
চলছে ঘানি চল্‌ছে ঢেঁকী,
চল্‌ছে খোকা চল্‌ছে খেঁকী হচ্ছে সবাই সমাজপতি।

হায়রে দেশের দশা হেরে বুক ভেসে যায় নয়ন জলে
বুঝবে দাঁতের মর্য্যাদাটা অবোধ এ দেশ ফোক্‌লা হলে।
হারা'ল হায় হেলায় রতন,
মিলবে না আর আমার মতন।
আমার তা'তে বয়েই গেল, অবোধ দেশের কেবল ক্ষতি।

বিবাহ

(প্যারডি)

বিবাহ—এই বিবাহের জন্য এত তাড়াতাড়ি,
(এই বিবাহ, এই বিবাহ, এরি তরে মারামারি।)
ও যার—বিষম ঠেলায় সকাল বেলায়
ছাড়তে বুঝি হয়গো বাড়ী।
কোথা সেই—চন্দ্রমুখের
রসের কথা—সুখের-দুখের
চাঁদের সুধা নিয়ে কোথায় কাড়াকাড়ি
(কোথায় সুধা কাড়াকাড়ি)
আর—কোথা এই ছিন্নমস্তা, খড়গহস্তা
কন্যা প্রসবিনী নারী।
জ্বলেই আছে তেল-বেগুনে
ছেলে মেয়েয় মারছে খুনে'
যদুর পিশী, মধুর মাসী আসে শুনে,
(পাড়ার লোকে আসে শুনে)
রাত্রে—ঘ্যান—ঘ্যানানী—প্যান প্যানানী
গয়না তরে মুখ হাঁড়ী।

দেখাইয়া দাও আমারে—
তোমরা ভাই সেই মামারে—
যে বেটার—উপরোধে—এ ঝক্‌মারী,
বেতাল-ভট্ট ভনে জেনে শুনে
করত কে এ কেলেঙ্কারী।

উগ্র

ভারি বাড়াবাড়ি অল্পেতে দেখি খপ করে উঠ ক্ষেপে।
চোখ রাঙা করি প্রতি কথাতেই চপ করে ধরো চেপে।
যেন খান্‌জাখাঁ নবাবের বেটা,
যেন চেঙ্গিজ নাদীরের জ্যেঠা,
ভাব' বুঝি তবে বসেই পড়বো খপ করে' ভয়ে কেঁপে।
ভুভারতে সব বেখুব বাতুল
তুমি যা বলিবে তাহে নাহি ভুল,
লোকে যারে বলে আমজাম তারে টপ করে' বলো পেঁপে
করোনা চালাকী যথায় তথায়
চটে' উঠনাক কথায় কথায়,
একদিন কবে পটকাবে ফেটে দপ করে' ফুলে ফেঁপে॥

দুঃখীচরণ

দুঃখীচরণ চক্রবর্ত্তী রাখেন বা কার তক্কা,
রাজা উজীর মারেন ঘরে চলেন লাহোর মক্কা।
লঙ্কাগিরির টেক্কা দিতে
কে আঁটে তায় ফক্করিতে ?
লক্ষ লোকের সাক্ষ্যে সদাই বাজান আপন ঢক্কা।
পাক্কা ফাজিল ছাঁক্কা করে'
মুলুক জেনেন বাক্য-জোরে,
বুঝতে বাকি নেইক বেবাক ফাঁকী এবং ফক্কা।
ধাক্কা খেলে শিক্ষা হবে
আক্কেলও তার জাগবে তবে
টনকো লোকের টক্করে চাঁদ পাবেন কবে অক্কা।

সদালাপী

কি যেন কি বিশেষ কথা
বল্‌তে, যদু, ভুলে গেলাম,
বলছি, (আরে কেহে চাচা
কেমন আছ সেলাম সেলাম।)

হ্যাঁ কথাটা হচ্চে কি এই
ওর নাম কি—ঠিক মনে নেই,
(ওরে হরে তামাক দেরে,
একুনি কি তামাক খেলাম ?)
কি বল্‌ছিলাম ভাবছি রসো
উঠ ছকেন ? একটু বসো,
(ওহে বিপিন শোন' শোন'—
নিমাইয়ের আজ চিঠি পেলাম।)
দাঁড়াও যদু আস্‌ছে ঠোঁটে
পড়ছেনাক মনেই মোটে,
(নলিন ভায়া বোসো বোসো
তোমার দেশ যে ঘুরে এলাম।)
কি বল্‌ছিলাম তাইত, যদু,
(চাচা খুব ত খাচ্ছ কদু ?
ভাল কথা চাচা তোমার
বাগানখানা হলো নিলাম ?)
হ্যাঁ ভাই যদু কথাটা এই
(নলিন, তোমার কাল ছুটী নেই ?)
তাই ত তাই ত তাই হে যদু
কি যেন কি বলতেছিলাম।

কবিবন্ধুর আক্ষেপ

পিতা ক'ন, 'হতে যদি ডেপুটী মুন্সেফ,
জমিদারী এষ্টেটের কিম্বা ম্যানেজার,
এ বুড়া বয়সে তবে হত না আক্ষেপ
হিল্লে পেত, বেঁচে যেত এ সেন-সংসার!'
পত্নী কন, 'হতে যদি পুলিশের লোক,
অন্ততঃ নেহাৎ পক্ষে ওভার-সীয়ার,
পেতে হতোনাক তবে গহনার শোক
বাড়ীটি দোতালা হ'ত, ভাবনা কি আর?'

কহেন শ্যালকগণ 'তোমা বারবার
বলিয়াছি ছাড় ছাই কাব্যি-লেখা রোগ।
তার চেয়ে কয়লার কর কারবার
খেয়ে বেঁচে যাবে আর কিছু নাহি যোগ।'

গ্রামবাসিগণ কয় 'ভেবেছিনু হায়
হইবে উকীল তুমি এ মহকুমায়।
শলা পরামর্শ পাব সব মামলায়
ফীও কিছু লাগিবে না মকদ্দমায়।'

কহেন আত্মীয়াগণ ভেবেছিনু 'হবে
টিকিট কি মালবাবু কোন এষ্টেসনে,

তীর্থ ধর্ম্ম করাইতে পাশটাশ লবে
নিয়ে যাবে কাশী গয়া পুরী বৃন্দাবনে।'

কহেন আত্মীয়গণ 'হইলে ডাক্তার
রোগী নিয়ে হ'ত বল ভাবনা কি আজ,
আমাদের পাঁচজন পেত উপকার
অন্ততঃ নেহাৎ পক্ষে হ'লে কবিরাজ।'

কবিরাজো নাহি হয়ে হইলাম কবি,
সবি হায় ব্যর্থ হলো ইহ পরকাল,
অর্থহীন ছন্দোবন্ধে ভুলিল না ভবী,
সংসারে বিফল আমি সমাজে জঞ্জাল।

মুরুব্বি

বিদ্যে না থাক্, টাকা না থাক্, খেতাব তা থাক্ ভাই,
আমার মতন আলাপ খাতির অন্য কারো নাই,
ব্যারিষ্টাররা আমায় পেলে,
মামলা মোকদ্দমা ফেলে
বলে 'আদার চলো চলো বাগান বাড়ী যাই।'

হাইকোর্টের জজ, মিত্রিসাহেব নাম শুনে যার কাঁপো,
রামা শ্যামার যার কাছে ভাই চলেনাক ট্যাপোঁ,
বল্‌লে সেদিন 'শুন্‌ছ, ইয়ে,
অগ্রাণে যে মেয়ের বিয়ে
এ-কটা দিন ভায়া তোমায় সকল সময় চাই।
কাতলামারীর নবাবজাদার দাবা খেলার নেশা ;
সন্ধ্যে বেলায় তার বাড়ীতে যাওয়াই আমার পেশা,
ধাপার কুমার বল্লে 'খুড়ো,
তোমার পাতে মাছের মুড়ো,
না দেওয়ালে ধপাৎ করে' সোয়াস্তি না পাই।
কর্ণেল নাগ, আমার তাহুই-হরেন্দ্র নাথ বসুর
ভায়ের শালার পিশশ্বশুরের মামার খুড়ো শ্বশুর।
রমাদত্ত ইন্‌জিনিয়ার
ছেলে বেলার ঘুড়ির ইয়ার,
পেঁড়োর রাজা, ফরিদপুরের কালেকটারো তাই।
কারো সঙ্গে তুই তুকারী কেউবা সহপাঠী
কারো সাথে একপাতে খাই কারেও মারি চাঁটী,
চাকরী চিঠি সই সুপারিশ,
কোন্‌টা পেতে ইচ্ছা করিস্‌,
সবই আমার হাতের মুঠোয়, ভাবনা কি আর ছাই।

বিরহীর চিঠি

শুধায়েছ বন্ধু মোরে   বিদেশে বেঘোরে পড়ে'
প্রিয়া বিনা রয়েছি কেমন,
শুন তবে কবি ভনে   কেমনে সিদ্ধির বনে
যাপিতেছি অকবি-জীবন।
আজি আমি লক্ষ্মীছাড়া   গৃহমাঝে গৃহহারা
পদ্মাপারে এ দূর প্রবাসে,
কবিতা পলায় ছাড়ি   বাড়ী যেন ভুতোবাড়ী
গন্ধ-দন্ত জাগে চারিপাশে।
চারিদিকে ঝুলে ঝুল   শুইবার ঘরে ভুল,
হতেছে রসুই-ঘর বলে'।
বসে আছি কানে তুলো,   জ্বালাইছে ছুঁচোগুলো
মিছি মিছি কিচি মিচি বোলে।
ইঁদুর গড়েছে গড়,   ছুটে দিনে দড়বড়
আলু লয়ে খেলে ফুটবল—
হাঁড়ী কলসীর পরে   তাহারা বাণিজ্য করে
দেউলিয়া বেড়াল সকল।
পুস্তকের সার শুষে   উদরস্থ করি চুষে
জ্ঞাননিষ্ঠা আরশুলা জানায়,

চামচিকা পাখা নেড়ে শিরে পাখা করে' ফেরে
উর্ণনাভ চাঁদোয়া টানায়।
রোলতোরা চাকে চাকে পড়ে এসে মুখে নাকে
এ নাকাল কাহারে জানাই,
উঠানে শিয়াল ডাকে মশকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
দিবসেও বাজায় সানাই।
বিছানা হয় না তোলা বালিশে ওয়ার খোলা
ঘটেনাক কভু একবারে,
চাদরেতে কালিপড়া মাঝে মাঝে দাগ ধরা
কেরোসিনে বর্ত্তুল আকারে,
চিম্‌টালে উঠে মলা সে কথা যায় না বলা
সভ্যজনে, এমনি প্রকার।
হাতবাক্স পুঁথি শিশি ছাতা ঘড়ি দিবানিশি
অর্দ্ধ শয্যা করে অধিকার।
ছারপোকা দলে দলে বালিশের তলে তলে
করে মোর শোণিত সঞ্চয়।
ছু'খুঁট দেওয়ালে ঝোলে বাকী ছুই কেবা তোলে ?
মশারিই মশার আশ্রয়।
কি কি গেল ধোপাবাড়ী বলিবারে নাহি পারি,
ক'টি গৃহে ফিরিল আবার,

গায়ে জামা নাহি মিলে কেহ খাটো কেহ ঢিলে
কারো দেখি বেড়েছে 'কলার'।
শীতের কাপড় দুটো পোকায় করেছে ফুটো
কে তাদের রোদে দেবে বলো ?
বাকী গুলো জড়্ ধরে' সোঁতা লেগে ছাতা পড়ে'
বাক্সে জমে' পিণ্ডবৎ হলো।
কোনো খানে যেতে হলে পড়ে' যাই বড় গোলে
মিলেনাক কাপড়ে জামায়,
মথিয়া তোরঙ খানি যদি জামা টেনে আনি
বোতাম মিলে না তার হায়।

সূতা ফিতা পিন দিয়ে তার কাজ সেরে নিয়ে
যদি আমি বেরুই সহরে,
বন্ধু তবে কহে ডাকি 'রেখে ছিলে জামাটা কি
দু'বছর হাঁড়ীর ভিতরে ?'
এক পাটি জুতা পরি' অন্য পাটি খুঁজে মরি,
আনি তায় কূয়া-পার হতে,
তাড়াতাড়ি যেতে রেগে, প্রায়ই মোর পায়ে লেগে
তেলের বোতল পড়ে পথে।
খুঁজে মরি সারা ভিটা দাঁড়া ভাঙা চিরুণীটা
খুঁজি হায়, তাও কিগো আছে ?

হাতে করে' ঝেড়ে ধূলো চেপে দেই চুল গুলো
মুখ দেখি আল্মারির কাচে।
বইগুলি করি মাটী স্নান শেষে গামছাটি
ভুলে রাখি দেরাজ উপর,
টেবিলেতে পেয়ালাটি খাবারের এঁটো বাটি
পিঁপড়ের বসায় নগর।
কালী জমিয়াছে ঢের দেয়নিক মাস দেড়
কেহ হাত চিম্‌নী গুলোয়,
লাগিতেছে কেরোসীন, মাসে একাধিক টিন,
বেশী অংশ ধূলোয় চুলোয়।

ব্যয় করি তিন গুণ ক্ষয় করি তেল নুন,
নিত্য যাহা খাইবারে পাই।
নিতান্ত পেটের 'ইয়ে' তাই গলে গলা দিয়ে
বলিব কি মাথা মুণ্ডু ছাই।
কিছু অর্দ্ধসিদ্ধকরা কিছু পোড়া, কিছু 'ধরা'
নুন বেশী কিম্বা নুন বাদ,
কিছু পুন ঝালে জ্বলা অতিরিক্ত জ্বালে গলা
লাগে যেন পাচন বিস্বাদ।
মাছ নিয়ে যায় কাকে, কে দুধের বাটী ঢাকে?
বেড়ালের লাগি দুধ কেনা,

এ দিকে শুকায় কায়, ঠাকুর বক্সীস চায়,
বাজারে বাড়িয়া যায় দেনা।
জৈন ধর্ম্ম রক্ষা তরে চিনি আনা হয় ঘরে,
ঘৃত ক্রীত অনলে তুষিতে,
আর্শ্‌লার নাদি দা'লে, টিকটিকি ছানা পালে
ডিম পাড়ে চালের হাঁড়ীতে।
যাহা কেনা আছে ঘরে খুঁজে নাহি পেয়ে পরে
তাই কেনা হয় বার বার,—
পচিয়া দুর্গন্ধ ভরে তাই দুই দিন পরে
পরকাশে সত্তা আপনার।

মামুলি-তালিকা মত আসিতেছে দ্রব্য যত,
কে তাদের করে ব্যবহার ?
কতক খাবার তরে কতক শোভার তরে
গৃহে বসে দিনের বাজার।
গৃহে যা প্রচুর রাজে প্রয়োজন হলে কাজে
খুঁজে দেখি কোন খানে নেই,
আনি তাহা ধার করে চাহিতে আসিলে পরে
পুন তারো গুণোগারো দেই।
নাই প্রয়োজন যার তাই আসে বারবার
কার দায়, কে শুনে বারণ ?

চলেনাক খাহা ছাড়া তার বেগা গুড় খায়া
মধুভার করি গো হরণ।
দোকানের বিল পেয়ে মাস-শেষে, রহি চেয়ে
ললাটে রাখিয়া হাত খানি,
ঘাম ঝরে ঘুরে মাথা যেন কুমোরের জাঁতা
অথবা সে কলুদের ঘানি।
রাত্রে শুনি রান্নাঘরে শৃগাল সংগ্রাম করে
প্রতিদ্বন্দ্বী কুকুরের সাথে।
ছাগগুলি বারান্দায় ময়লা করিয়া যায়
বা'র দোর খোলা রয় রাতে।

উঠানে ছাইয়ের গাদা কিছুতে ছিদাম হাঁদা
ফেলিবে না পাশের বাগানে,
ফুটো বাল্‌তী মুড়ো ঝাঁটা ছেঁড়া জুতা,হাঁড়ী ফাটা
ভাঙা ঝুড়ি শোভিছে উঠানে,
বারান্দায় খড়ি কাঠ, ঘরে নাহি দেয় ঝাঁট
কলা চোকা মেজেতে শুকায়,
যদি ভুলে ধরে ঝাঁটা আবর্জ্জনা পুজি পাটা
গৃহ কোণে গাদা করে যায়।
সেথা ভুলি সাদা ছাতা ভেকরাজ নাড়ে মাথা
চারিদিকে মটরের চারা,

রাত্রি কালে কুতূহলে ভেকরাজ্য তারা খাট তলে
ঐকতানে হয় মাতোয়ারা।
ভয় পেয়ে মাঝ রাতে হাত্ড়ে হাত্ড়ে হাতে
দেশলাই বাক্স যদি জোটে
হয় তাতে নাই কাঠি নয় তার সবই মাটি
ঠাণ্ডা লেগে জলে নাক মোটে।
ঘরের মেঝেটি ছাড়া খাটের তলায় যারা
করিয়াছে নবোপনিবেশ,
তাদের রাজ্যের বাণী কিছুই নাহিক জানি,
আবিষ্কৃত নহে সেই দেশ।
ছেঁড়া-খোঁড়া মর্চে-পড়া ছাতা পড়া ঘুণধরা
আসবাব রহে ঘরময়,
জীবজন্তু জ্যান্ত মরা, বালিশের তুলা ভরা
এ গৃহেরে করেছে আশ্রয়।
এইরূপে বন্ধুবর, করিতেছি হেথা ঘর
শুধায়েছ রয়েছি কেমন,
সুদূর বিদেশে পড়ি নিয়ত তাহারে স্মরি
কোনোরূপে রেখেছি জীবন।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।

ঋতুমঙ্গল

মূল্য—৷৷৵৹—দৃশ্য বাঁধাই ১৲

প্রবাসীর মন্তব্য। ষড়ঋতুর বিচিত্র বিলাসলীলা, রূপবৈচিত্র্য ও সম্পদ সম্ভারের বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়া বহু খণ্ড-কবিতার সমষ্টি এই ঋতুমঙ্গল। কবি বিচিত্র ছন্দের কবিতায় প্রকৃতির ষড়ঋতুর বিশেষত্বের সহিত বাঙ্গালীর অন্তরের যোগ সাধন করিয়া দিয়াছেন। যাঁরা প্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্যে মানব মনের ভাব ঐশ্বর্য্যের ওতপ্রোত আদান প্রদান অনুভব করিতে চান তাঁরা ঋতুসংহার-রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের চরণাঙ্কানুসারী এই কবি কালিদাসের ঋতুমঙ্গল পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন। প্রবাসী চৈত্র ১৩২৫।

বল্লরী (২য় সংস্করণ,—পরিবর্দ্ধিত)

আবাঁধা ৷৷৹ বাঁধা মূল্য ৸৹,

ভারতীর মন্তব্য—কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাবে স্নিগ্ধ, ভাষায় সুন্দর ঝঙ্কারে রমণীয়, ছন্দের অপূর্ব্ব লীলায় মনোহর। শব্দচয়নেও লেখকের দক্ষতা অপূর্ব্ব। এই তরুণ কবির কলঝঙ্কারে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যে প্রাণের তার সে ঝঙ্কারে সঘন স্পন্দিত হইয়া উঠে।